‘বাংলাদেশের স্বর্ণখাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: বাংলাদেশে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবহার প্রাচীন যুগ থেকেই। স্বর্ণালঙ্কার উৎপাদনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে পৃথক একটি খাত যেখানে বিভিন্ন স্তরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সক্রিয় রয়েছেন ব্যাপক সংখ্যক মানুষ। সংশ্লিষ্টদের ধারণা অনুযায়ী বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ স্বর্ণের চাহিদার সিংহভাগ আন্তর্জাতিক বাজার হতে চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে প্রবেশ করে থাকে এবং বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক চোরাচালানের ক্ষেত্রে নিরাপদ পথ বা করিডর হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে স্বীকৃত ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কার্যকর নজরদারি না থাকায় ভোক্তারা প্রতারিত হচ্ছেন। বৈধভাবে স্বর্ণ সংগ্রহে জটিলতার কারণে এ খাতের ব্যবসায়ীরা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন চোরাচালানকৃত স্বর্ণের ওপর যা খাতটির সুষ্ঠু বিকাশের জন্য একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। সার্বিকভাবে, স্বর্ণখাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন- স্বর্ণ আমদানি ও স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি, মজুত, বাজার, মাননিয়ন্ত্রণ, বন্ধকী ব্যবসা, ক্রেতা ও স্বর্ণ শিল্পী/শ্রমিকদের অধিকার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতিসহ অনিয়ম ও দুর্নীতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দেশের স্বর্ণখাত যেন একটি সুনির্দিষ্ট আইনি ও জবাবদিহিতা কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হয় এবং স্বর্ণ ব্যবসায়ীগণ যাতে যৌক্তিক শুল্কে ব্যবসা করতে পারেন সেই লক্ষ্যে একটি বাস্তবসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ণ একান্ত আবশ্যক। টিআইবি দুই দশকের অধিক সময় ধরে দেশের জনগুরুপূর্ণ বিভিন্ন খাত/উপখাত ও প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহায়ক গবেষণা ও নীতি অধিপরামর্শমূলক কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্বর্ণখাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে বিরাজমান চ্যালেঞ্জ ও করণীয় চিহ্নিত করতে এবং এর পাশাপাশি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের পরামর্শে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার লক্ষ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণার লক্ষ্য হলো স্বর্ণ আমদানি, সংগ্রহ, মজুত, স্বর্ণালংকার প্রস্তুতকরণ, ক্রয়-বিক্রয়, স্বর্ণভিত্তিক বন্ধকী ব্যবসা ও রপ্তানি বিষয়ক একটি সুনির্দ্দিষ্ট নীতি-কাঠামো প্রস্তাবে সহায়ক দিক-নির্দেশনা প্রদান যার ভিত্তিতে স্বর্ণ ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ, টেকসই, স্বচ্ছ ও জবাদিহিমূলক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশের স্বর্ণখাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় বিরাজমান চ্যালেঞ্জ ও করণীয় চিহ্নিতকরণ। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো-

- স্বর্ণখাতের আইনি কাঠামো পর্যালোচনা;
- স্বর্ণখাতে বিরাজমান বহুমুখী সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা; এবং
- এই খাতটিকে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার অধীনে আনার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশসমূহ প্রণয়ন।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার পরিধি কি কি?

উত্তর: গবেষণার আওতাভুক্ত পরিধিসমূহ হল- স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামো, স্বর্ণের বাজার, বাণিজ্যিক মজুত, মান নিয়ন্ত্রণ, স্বর্ণ আমদানি, স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি, ভোক্তা/ক্রেতার স্বার্থ, চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ, শিল্পী/শ্রমিকদের কল্যাণ ও শ্রমঅধিকার, বন্ধকী ব্যবসা এবং তথ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এটি একটি মূলত গুণগত গবেষণা। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণার ব্যবহৃত তথ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও অংশীজন যেমন- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), বাংলাদেশ ব্যাংক (বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ ও ফরেক্স রিজার্ভ অ্যান্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট), বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), শুল্ক গোয়েন্দা এবং তদন্ত অধিদপ্তর, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (বিএবি), এয়ারপোর্ট কাস্টমস, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা কাস্টমস হাউজ, ম্যাজিস্ট্রেটস্- অল এয়াপোর্টস অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ জুয়েলারী সমিতি, বাংলাদেশ জুয়েলারী ম্যানুফেকচার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, মান-যাচাই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, স্বর্ণ লগ্নী ব্যবসায়ী, জুয়েলারী মালিক, কারিগর/শিল্পী ও কর্মী, পরিবহন (ফ্রেইট) ব্যবসায়ী, ইন্সুরেন্স কোম্পানি, ট্রাভেল এজেন্সি, অর্থনীতিবীদ, গবেষক ও বিশ্লেষক, পুলিশ (বিমানবন্দর থানা কর্তৃপক্ষ), আইনজীবীদের নিকট হতে মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। তথ্যদাতাদের ধরনভেদে ভিন্ন-ভিন্ন চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক আইন, বিধিমালা, আদেশ, নির্দেশনা ও দলিলাদিসহ বই, প্রবন্ধ, গবেষণা ও প্রকাশিত প্রতিবেদন, গণমাধ্যম প্রতিবেদন ইত্যাদি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: এই গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এই গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যের সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই-বাছাই ট্রায়াঙ্গুলেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। একই তথ্য একাধিক সূত্র হতে সংগ্রহ এবং একটি উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য অপর একাধিক ভিন্ন উৎসের সাথে মিলিয়ে নেওয়া এবং প্রয়োজনে একই তথ্যদাতার কাছে একাধিকবার ফিরে যাওয়া প্রভৃতি পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণার সময়কাল কি?

উত্তর: জুলাই - নভেম্বর ২৬, ২০১৭ পর্যন্ত এই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষিত এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণার সীমাবদ্ধতাসমূহ কী?

উত্তর: এটি মূলত স্বর্ণখাতের জন্যে একটি সার্বিক নীতিমালার সম্ভাব্য উপাদানসমূহ সুপারিশের লক্ষ্যে পরিচালিত একটি প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা (ব্যাকগ্রাউণ্ড অ্যানালাইসিস) যেখানে স্বর্ণখাতের মূল চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং অনিয়ম-দুর্নীতির একটি ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এ হিসেবে এটি স্বর্ণখাতের জবাদিহিতার ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাবের ওপর পরিচালিত ব্যাপক ও সার্বিক বিশ্লেষণমূলক ডায়াগনস্টিক গবেষণা নয়।

প্রশ্ন ৯: এই প্রতিবেদনে কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার সংশ্লিষ্ট নীতি ও আইনসমূহ যেমন- আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮, ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট ২০১৫, বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফ সিডিউল ২০১৭-২০১৮, যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা ২০১৬, কাস্টমস আইন ১৯৬৯, বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, ফরেন একচেঞ্জ গাইডলাইন (ভলিয়্যুম ১, অধ্যায় ৬), রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের স্বর্ণ বাজার, স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার মজুত, মান নিয়ন্ত্রণ, স্বর্ণ আমদানি-রপ্তানি, ভোক্তা/ ক্রেতা স্বার্থ, চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ, বন্ধকী ব্যবসা, স্বর্ণ শিল্পী/কারিগর ও শ্রমিকদের শ্রম অধিকার এবং তথ্য সংরক্ষণ ও গবেষণার ইত্যাদি ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনা করে গবেষণায় বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

প্রশ্ন ১০: টিআইবি'র মতে এই প্রতিবেদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় উঠে এসেছে?

উত্তর: গবেষণায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি দেখা যায় তা হল, সার্বিকভাবে স্বর্ণখাতের ওপর সরকারের কার্যত কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এমতাবস্থায় স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের মান ও বাজার ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলাবাহিনী, স্থল বন্দর ও বিমান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্বর্ণব্যবসায়ীদের একাংশের যোগসাজশ ও সম্পৃক্ততায় স্বর্ণ চোরাচালানের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। দেশে একটি সুষ্ঠু স্বর্ণ আমদানি-নীতি প্রণীত না হওয়া এবং চোরাচালান বন্ধ না হওয়ার পেছনে চোরাচালান চক্র, স্বর্ণ ব্যবসায়ী এবং চোরাচালান নিয়ন্ত্রণের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশের প্রভাব রয়েছে। এছাড়া স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের মানযাচাই, ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষিত না হওয়া ও স্বর্ণ শিল্পী/শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতকরণে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার অনুপস্থিতির তথ্যও গবেষণায় ওঠে এসেছে। সম্ভাবনাময় খাত হওয়া সত্ত্বেও উৎসাহমূলক পদক্ষেপের অভাবে বাংলাদেশে রপ্তানি শিল্প হিসেবে স্বর্ণখাতের বিকাশ হয়নি। বিদ্যমান আইনে চোরাচালানের অপরাধে ন্যূনতম দুই বছর হতে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তির বিধান থাকলেও এর কার্যকর প্রয়োগ ও অপরাধীদের সাজা প্রদানের উদাহরণ অপ্রতুল। দেশের স্বর্ণখাত জবাবদিহিতাহীন এবং এই খাত হিসাব-বহির্ভূত ও কালোবাজার থেকে সংগৃহীত স্বর্ণ-নির্ভর। সর্বোপরি চোরাচালান-প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (যারা অবৈধ স্বর্ণ থেকে লাভবান) এবং বৃহৎ জুয়েলারী ব্যবসায়ীদের একাংশ (যারা সারাদেশে পাইকারী স্বর্ণ সরবরাহ করে) দেশের স্বর্ণখাত যাতে সুশাসন কাঠামোতে না আসে সেই লক্ষ্যে তৎপর থাকার অভিযোগ রয়েছে।

প্রশ্ন ১১: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রতিবেদন সকলের জন্য উন্মুক্ত। ইতোমধ্যে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ উপস্থিত সকলের মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া একই দিনে মূল প্রতিবেদনসহ সার-সংক্ষেপ টিআইবি'র

ওয়েবসাইটে (www.ti-bangladesh.org) প্রকাশ করা হয় এবং যেকোনো ব্যক্তি ই-মেইলে (info@ti-bangladesh.org) বা সরাসরি টিআইবি অফিস থেকে প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করতে পারে।